পাঠ্য বিষয় অভিযোজন নির্দেশিকা

সমতা ও অন্তর্ভুক্তির নীতিকে সামনে রেখে সকল শিশুর জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা বর্তমান বিশ্বে একটি অপরিহার্য দায়িত্ব। বিদ্যালয়ে অপ্রতিবন্ধী শিশুর ন্যায় প্রতিবন্ধী শিশুর সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার শিক্ষা পদ্ধতিই হল একীভূত শিক্ষা। এটি এমন একটি শিক্ষা পদ্ধতি যা প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধী শিশুদের একই পরিবেশে শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে। এটি সকল শিক্ষার্থীকে একটি শ্রেণিকক্ষে এবং একীভূত সমাজে একত্রিত করে যা তাদের সর্বোচ্চ সম্ভাবনা অর্জনের সুযোগ প্রদান করে। একীভূত শিক্ষা একটি সহনশীল ও একীভূত সমাজ গঠনের সবচেয়ে কার্যকর উপায়গুলোর একটি।

একীভূত শিক্ষায় পাঠ্য বিষয় অভিযোজন (Curriculum Adaptation - CA)

বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনে একীভূত শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, যার মূল লক্ষ্য হলো প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধীসহ সকল শিক্ষার্থীকে মানসম্মত শিক্ষায় সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। তবে প্রয়োজনীয় নীতি কাঠামো থাকা সত্ত্বেও বাস্তবায়নে নানা চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে, বিশেষ করে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীসহ যাদের গুরুতর ও বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা রয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিবন্ধী শিশুরা যাতে তাদের সহপাঠীদের সঙ্গে সমভাবে শিক্ষার সুযোগ পায়, তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন পাঠ্যবিষয় অভিযোজন (Lesson Adaptation)। এটি পাঠ্য বিষয়, শিক্ষাদান পদ্ধতি ও মূল্যায়ন পদ্ধতিগুলোর পরিবর্তন বা অভিযোজনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করে, যাতে তারা তাদের সহপাঠীদের সাথে সমভাবে শিক্ষা গ্রহণ ও উপকৃত হতে পারে।

প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য পাঠ্য বিষয় অভিযোজন মানে এমন শিক্ষণ কৌশল ও উপকরণের ব্যবহার যা সবার জন্য সহজপ্রাপ্য ও কার্যকর শেখার পরিবেশ তৈরি করে। এর মধ্যে রয়েছে শেখার

পরিবেশের পরিবর্তন, বিভিন্ন ধরণের শিক্ষণ কৌশলের প্রয়োগ এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সম্পদের প্রাপ্তি। আর এই পাঠ্য বিষয় অভিযোজন প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্রেমওয়ার্ক হলো নাইন-পয়েন্ট অ্যাডাপ্টেশন।

সেন্স ইন্টারন্যাশনাল ও সেন্স ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়া'র সহযোগিতায় সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি) গুরুতর ও বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের (বিশেষত শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী) জন্য পাঠ্য বিষয় অভিযোজনের একটি কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি করেছে। এ কৌশলে রয়েছে, চাহিদা নিরূপণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, নির্বাচিত পাঠ্য বিষয় ও নির্দেশনা অভিযোজন।

পাঠ্য বিষয় অভিযোজনের লক্ষ্য হলো এমন এক একীভূত শ্রেণিকক্ষ গড়ে তোলা, যেখানে প্রতিটি শিক্ষার্থী তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে ও সফল হতে পারে। এটি শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষাকে নয়, বরং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং শিক্ষার্থীদের পূর্ণ বিকাশকেও উৎসাহিত করে। সিডিডি'র পাঠ্য বিষয় অভিযোজন প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং গুরুতর ও বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ভর্তি ও টিকে থাকার হার বৃদ্ধির মতো বিষয়গুলো।

তবে সীমিত সম্পদ, সামাজিক কুসংস্কার এবং শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ঘাটতির মতো বড় চ্যালেঞ্জ এখনও রয়েছে। এসব অতিক্রম করতে বহুপক্ষীয় অংশীদারিত্ব, নিয়মিত প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ এবং অভিযোজন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিক উন্নয়ন অপরিহার্য। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে শিক্ষক সহায়িকা, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষা নীতি ও প্রশিক্ষণে পাঠ্য বিষয় অভিযোজন বিষয়ক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা, জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং পরীক্ষামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা জরুরী।

পাঠ্যবিষয় অভিযোজনের প্রয়োজনীয়তার মূল কারণসমূহ

১. প্রতিটি শিশুর ভিন্ন ভিন্ন চাহিদাকে স্বীকৃতি দেওয়া

প্রতিটি শিশু নিজস্ব সক্ষমতা ও সম্ভাবনা নিয়ে বেড়ে ওঠে। তাই তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তিকেন্দ্রিক অভিযোজন অপরিহার্য।

- প্রতিটি শিশুর সক্রিয় ও অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা: শুধু বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া বা শ্রেণিকক্ষে বসে থাকা শিক্ষার নিশ্চয়তা দেয় না। প্রতিটি শিশুকে শেখার প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি।
- ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনা (IEP)/ শিশু সহায়তা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন: প্রতিটি শিশুর শেখার ধরন, চাহিদা ও সক্ষমতার ভিত্তিতে তৈরি করা শিক্ষা পরিকল্পনা পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ও কার্যকরভাবে অনুসরণ করা প্রয়োজন।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষাগত ফলাফল উন্নয়ন: এই পদক্ষেপগুলো গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি ও টিকে থাকার হার বাড়বে, শেখার সাফল্য বৃদ্ধি পাবে এবং ঝরে পড়ার ঝুঁকি কমে যাবে। পাশাপাশি তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে সমাজে আরও কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত হতে পারবে।

২. শিক্ষায় সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ

প্রতিবন্ধী শিশুরা প্রায়ই প্রচলিত পাঠ্যক্রমে অংশ নিতে পারে না। তাদের চাহিদা অনুযায়ী অভিযোজিত পাঠ্যবিষয় থাকলে তারা শিক্ষা কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারবে।

৩. আইনগত বাধ্যবাধকতা পূরণ

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন (যেমন RPPD 2013, UNCRPD, SDG Goal 4) অনুযায়ী প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য একীভূত শিক্ষা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এটি পূরণে পাঠ্যবিষয় অভিযোজন অপরিহার্য।

৪. সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও ভিন্নতার প্রতি সম্মান

অভিযোজিত পাঠ্যক্রম প্রতিবন্ধী শিশুদের শুধুমাত্র শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করে না, বরং সহপাঠীদের মধ্যে সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও ভিন্নতাকে গ্রহণযোগ্যতার চর্চা তৈরি করে।

৫. শিখন দক্ষতা ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক

যখন শিশু তার সামর্থ্য অনুযায়ী শেখার সুযোগ পায়, তখন তার আত্মবিশ্বাস ও শিখন-সক্ষমতা বাড়ে, যা ভবিষ্যতে তাকে একটি দক্ষ, আত্মনির্ভরশীল ও আত্মমর্যাদাপূর্ণ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

৬. শিক্ষক পেশাগত উন্নয়ন

এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষকরা আরও সহনশীল ও দক্ষ হয়ে ওঠেন। শিখনপদ্ধতিতে বৈচিত্র্য, সহযোগিতা ও উদ্ভাবনী কৌশল ব্যবহারে তারা আরও সক্ষম হন।

শিক্ষায় অভিযোজনের ধরণ

শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অভিযোজন ব্যবহৃত হয়, যেখানে মূলত বন্দোবস্ত (*accommodations)* এবং পরিবর্তন (*modifications*) - এই দুই ধরনের পার্থক্য বিশেষভাবে দেখা যায়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার পরিবেশ বা পাঠ্যক্রমকে এমনভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা, যাতে শিক্ষার্থীদের বহুমুখী চাহিদা পূরণ হয়।

অভিযোজন, সহায়তা এবং পরিবর্তন বোঝা

যদিও অনেক সময় এই শব্দগুলো একে অপরের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়, তবে প্রতিটির আলাদা অর্থ রয়েছে।

- **অভিযোজন (Adaptations)**

এটি একটি বিস্তৃত শব্দ, যা শিক্ষার্থীর সফলতা নিশ্চিত করতে শিক্ষা কার্যক্রমে আনা যেকোনো পরিবর্তনকে বোঝায়।

- **বন্দোবস্ত (Accommodations)**

বন্দোবস্ত হলো এমন অভিযোজন যা শিক্ষার মানদণ্ড বা প্রত্যাশাকে পরিবর্তন করে না। এগুলো মূলত শিক্ষার্থী কীভাবে শেখে বা কীভাবে উপস্থাপন করে সেটির উপর গুরুত্ব দেয়।

মূল বৈশিষ্ট্য:

- শিক্ষাদান কৌশল, মূল্যায়ন ও পরীক্ষা পদ্ধতি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী উপযোগী করা।
- পাঠ্য বিষয়ের গ্রেড বা স্তরের প্রত্যাশা অপরিবর্তিত থাকে।
- পরিবেশগত, শারীরিক, একাডেমিক, সংগঠনমূলক, অনুপ্রেরণামূলক, এবং মূল্যায়নভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।
- ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনাতে নথিভুক্ত থাকে।
- যেকোনো শ্রেণির শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োগ করা যায়, এবং অনেক সময় পুরো শ্রেণির জন্যও উপকারী হয়।

- শেখার প্রতিবন্ধকতা কমিয়ে সফলতার সুযোগ সৃষ্টি করে।

- **পরিবর্তন (Modifications)**

পরিবর্তন হলো এমন অভিযোজন যা শিক্ষার মানদণ্ড বা প্রত্যাশাকে পরিবর্তন বা কমিয়ে দেয়। এগুলো শিক্ষার্থীকে কি শেখা উচিত বা কীভাবে উপস্থাপন করা উচিত - সেটি বদলে দেয়।

মূল বৈশিষ্ট্য:

- শেখার বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ঘটে, যা অনেক সময় শিক্ষার্থীর বয়স/গ্রেডের সাথে ভিন্ন হতে পারে।
- পাঠ্য বিষয়ের নির্ধারিত গ্রেড লেভেলের শেখার প্রত্যাশা পরিবর্তিত হয়।
- সীমিত কিছু পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত থাকে, যা অনেক সময় বন্দোবস্তের (accommodations) প্রয়োজনীয়তার সাথেও যুক্ত থাকে।
- ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনাতে নথিভুক্ত করা হয়।
- প্রাথমিক স্তরে বেশি ব্যবহৃত হয়; তবে মাধ্যমিক স্তরে ক্রেডিট-ভিত্তিক কোর্সে এর ব্যবহার সীমিত।
- শেখার ফলাফল পরিবর্তিত হয় - যেমন শিক্ষার্থীকে ভিন্ন, কম সংখ্যক অথবা কম জটিলতার বিষয় শেখানো হয়।
- মূল্যায়নের ফলাফল IEP-তে রেকর্ড করা হয় না, যদি না শিক্ষার্থীর পুরো পাঠ্যক্রম বিকল্প হিসেবে তৈরি করা হয় এবং IEP-ই রিপোর্ট কার্ড হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

পাঠ্য বিষয় অভিযোজন কৌশলের ৯টি মূলনীতি

১. ইনপুট (শিক্ষাদান পদ্ধতি অভিযোজন)

- বাস্তব বস্তু (যেমন: ফুল, জানালার কাচ, ব্যাগ) স্পর্শ করিয়ে শিক্ষা দেওয়া
- ব্রেইল, বড় হরফ, কম্পন বা ঘ্রাণ-ভিত্তিক উপকরণ ব্যবহার
- স্পর্শভাষা, হ্যান্ড-আন্ডার-হ্যান্ড নির্দেশনা বা স্পর্শ সংকেত প্রদান
- বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা (যেমন: জানালার কাচে হাত রেখে উষ্ণতা অনুভব করা)

২. আউটপুট (শিক্ষার্থীর উত্তর প্রদানের উপায় অভিযোজন)

- অবজেক্ট বা চিহ্ন, স্পর্শভাষা, অঙ্গভঙ্গি বা অডিও ডিভাইসের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানানো
- নাট্যরূপে বা হাতে ধরা বস্তু দিয়ে উত্তর প্রদান
- মৌখিক বা লিখিত নয় এমন প্রতিক্রিয়াকে স্বীকৃতি দেওয়া

৩. সময় (শিখনের সময় অভিযোজন)

- কাজ সম্পন্ন করতে অতিরিক্ত সময় প্রদান
- পাঠ্য বিষয়কে ছোট ছোট ধাপে ভাগ করে শেখানো
- পর্যাপ্ত বিশ্রামের সুযোগসহ ধীরগতির পাঠ পরিকল্পনা

৪. সমস্যা (দক্ষতার মাত্রা অভিযোজন)

- ভাষা সহজ করা ও গুরুত্বপূর্ণ শব্দে সীমাবদ্ধ রাখা (যেমন: গরম, ফুল, বন্ধু)
- দৃশ্যমান বা বাস্তব উপাদানের উপর ভিত্তি করে শেখানো
- জটিল বিমূর্ত ধারণা বাদ দিয়ে ব্যবহারিক শেখায় গুরুত্ব দেওয়া

৫. সহায়তার মাত্রা বৃদ্ধি

- প্রশিক্ষিত সহায়ক ব্যক্তি (intervener) নিয়োগ
- এককভাবে বা জোড়ায় কাজ করতে সহায়তা
- ভিজ্যুয়াল বা স্পর্শভিত্তিক রুটিন চার্ট ব্যবহার

৬. আকার (তথ্যের পরিমাণ অভিযোজন)

- পাঠ্য উপাদান সীমিত করে মূল ভাব তুলে ধরা
- একবারে এক বা দুটি মূল ধারণা শেখানো
- শব্দের পরিবর্তে বস্তু বা চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা

৭. অংশগ্রহণ (কাজে অংশগ্রহণের ধরন অভিযোজন)

- দলের মধ্যে স্পর্শ করে কাজ করা, যেমন হাত ধরে বস্তুর চিহ্ন স্পর্শ করানো
- দলীয় নাটকে ভুমিকা পালনের সুযোগ
- অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে স্পর্শ সংকেত বা রুটিন ব্যবহার

৮. বিকল্প লক্ষ্য নির্ধারণ

- অন্যরা যদি পড়ার অনুশীলন করে, শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর লক্ষ্য হতে পারে:
    - অবজেক্ট বা চিহ্ন চিনতে পারা
    - স্পর্শ ভাষায় যোগাযোগ করতে পারা
    - দৈনন্দিন রুটিন শিখতে পারা

৯. বিকল্প পাঠ্যক্রম

- মূল পাঠ্য বিষয় কঠিন হলে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাভিত্তিক গল্প ব্যবহার। যেমন: "আজ আমি জানালার কাচে হাত দিলাম। সেটা গরম ছিল। আমি স্কুলে গেলাম।"
- দৈনন্দিন জীবন দক্ষতা ও স্পর্শভিত্তিক যোগাযোগ শেখানো

শ্রবণদৃষ্টি (Deafblind) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য মূল্যায়ন অভিযোজন

শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য মূল্যায়ন সর্বদা ব্যক্তিকেন্দ্রিক, বহু-ইন্দ্রিয়ভিত্তিক এবং তাদের অনন্য যোগাযোগ পদ্ধতি ও কার্যকর দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। শুধু সীমাবদ্ধতা বা ঘাটতি নির্ধারণ নয় বরং শিক্ষার্থীর বোঝাপড়া ও অগ্রগতি সঠিকভাবে নিরূপণ করা লক্ষ্য হওয়া উচিত।

শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা:

- **বহুমুখী শিক্ষণ শৈলী অনুযায়ী মূল্যায়ন পরিকল্পনা:** মূল্যায়ন কার্যক্রম এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে স্পর্শ, নড়াচড়া (kinesthetic) এবং বাস্তব বস্তুভিত্তিক অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত থাকে। উদাহরণ: লিখিত বহুনির্বাচনী প্রশ্নের পরিবর্তে গল্পের ঘটনাক্রম বোঝাতে শিক্ষার্থীকে স্পর্শযোগ্য বস্তু সাজাতে দেওয়া।
- **ছোট দল বা একান্ত পরিবেশে মূল্যায়ন:** পরিচিত যোগাযোগ সহযোগী (যেমন: ইন্টারভেনার বা বিশেষায়িত শিক্ষক) এর সাথে এক-একজন বা ছোট দলের মাধ্যমে কাজ করতে হবে, কারণ বড় দলে শিক্ষার্থীর যোগাযোগ জটিল হয়ে পড়ে।
- **ধাপে ধাপে ও নিয়ন্ত্রিত গতিতে কার্যক্রম:** কাজগুলোকে ছোট অংশে বিভক্ত করতে হবে, পর্যাপ্ত বিরতি দিতে হবে এবং নিয়মিত ও স্পষ্ট সংকেত ব্যবহার করতে হবে (যেমন: পরবর্তী ধাপের জন্য নির্দিষ্ট স্পর্শ সংকেত)।

- **শিক্ষার্থীর প্রধান যোগাযোগ পদ্ধতির ব্যবহার:** শিক্ষার্থীকে তার স্বাভাবিক যোগাযোগ মাধ্যম (স্পর্শভাষা, রেফারেন্স অবজেক্ট, যোগাযোগ বোর্ড, অঙ্গভঙ্গি, ভোকালাইজেশন ইত্যাদি) ব্যবহার করে প্রতিক্রিয়া দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। লিখিত বা মৌখিক প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন হলে পর্যাপ্ত সহায়তা প্রদান করতে হবে।
- **শব্দ ও ধারণার সরলীকরণ:** মূল্যায়ন সামগ্রীতে সহজ, সুস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করতে হবে। বিমূর্ত ধারণাকে পরিচিত বস্তু বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে। জটিল বাক্য ও বাগধারা এড়িয়ে চলতে হবে।
- **বিকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রয়োগ:** বাস্তব পরিবেশে কার্যকর মূল্যায়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এগুলো শিক্ষার্থীর বোঝাপড়া ও দক্ষতা বাস্তব জীবনে প্রয়োগের সুযোগ তৈরি করে।
- **স্পর্শযোগ্য ও ভিজ্যুয়াল সংকেতের ব্যবহার:** মূল্যায়ন ফর্ম বা পরিবেশে উঁচু করে দেওয়া প্রতীক, টেক্সচারযুক্ত চিহ্ন বা উচ্চ-কনট্রাস্ট ভিজ্যুয়াল গাইড ব্যবহার করতে হবে।
- **সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়ার কাঠামো:** কাজ এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে শিক্ষার্থী "হ্যাঁ/না" ইঙ্গিত, নির্দিষ্ট বস্তু নির্বাচন বা একক ইশারার মাধ্যমে সহজে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।
- **কাজ সম্পাদনের কৌশল শেখানো:** স্পর্শভিত্তিক মডেলিং, হাতের নিচে হাত (*hand-under-hand)* সহায়তা এবং পরিবেশগত সংকেত ব্যবহার করে কার্যক্রম শুরু ও সমাপ্তির রুটিন শেখাতে হবে।
- **পর্যাপ্ত সময়ের নিশ্চয়তা:** তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্রতিক্রিয়া প্রদানে শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বেশি সময় প্রয়োজন হয়, যা নিশ্চিত করতে হবে।
- **প্রযুক্তিগত সহায়তা অন্তর্ভুক্ত করা:** যেমন: রিফ্রেশেবল ব্রেইল ডিসপ্লে, স্পর্শ প্রতিক্রিয়া যুক্ত যোগাযোগ অ্যাপ, বিশেষায়িত সুইচ, অ্যাডাপটিভ ইনপুট ডিভাইস।

- **রেকর্ড ও ডকুমেন্টেশন:** ব্যবহৃত উপকরণ, মূল্যায়ন কার্যক্রম ও শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া বিস্তারিতভাবে রেকর্ড রাখতে হবে। পর্যবেক্ষণ নথি ও যোগাযোগ অভিধান ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর অনন্য সংকেত ও প্রতিক্রিয়া নথিভুক্ত করতে হবে।
- **কার্যকর জীবনদক্ষতার প্রতি গুরুত্ব:** মূল্যায়নের ফোকাস হতে হবে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা ও দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পর্কিত দক্ষতা, অপ্রাসঙ্গিক একাডেমিক বিষয়বস্তু নয়।
- **শক্তি ও অগ্রগতি উদযাপন:** শিক্ষার্থীর বিদ্যমান সক্ষমতা, নতুন দক্ষতা ও ছোট অর্জনগুলোকে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরে প্রেরণা হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।
- **মূল্যায়নে বৈচিত্র্য আনা:** ক্লান্তি এড়াতে এবং আগ্রহ বজায় রাখতে বিভিন্ন টেক্সচার, নড়াচড়া ও যোগাযোগ কৌশল অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- **অগ্রগতি-ভিত্তিক মূল্যায়ন:** প্রাথমিক পারফরম্যান্সকে চূড়ান্ত ফলাফলের অংশ না করেও সময়ের সাথে অগ্রগতি বিবেচনা করতে হবে। লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীর বৃদ্ধি ও বিকাশ।
- **অপ্রচলিত অভিব্যক্তির অনুমোদন:** শিক্ষার্থীর বোঝাপড়া মডেল তৈরি, দক্ষতা প্রদর্শন, হাতে-কলমে কাজ বা বহু-ইন্দ্রিয় শিল্পকর্মের মাধ্যমে প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে।
- **বিকল্প প্রতিক্রিয়ার গ্রহণযোগ্যতা:** মৌখিক বা লিখিত উত্তরের পরিবর্তে স্পর্শযোগ্য, আঁকা বা বস্তুভিত্তিক প্রতিক্রিয়াকে গ্রহণ করতে হবে।
- **অভিযোজিত প্রযুক্তির ব্যবহার:** প্রয়োজনে ব্রেইল কীবোর্ড, বড় লেখা/উচ্চ-কনট্রাস্ট স্ক্রিন, স্পর্শ প্রতিক্রিয়াযুক্ত স্পিচ আউটপুট বা সুইচ অ্যাক্সেস সুবিধাসহ অভিযোজিত কম্পিউটার বা ওয়ার্ড প্রসেসর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

কারা ব্যবহার করবে এই নির্দেশিকা?

- শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
- পাঠ্য বিষয় বিশেষজ্ঞ

- জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা
- বিশেষ শিক্ষা সহায়ক কর্মী
- অভিভাবক ও শিক্ষার্থীর পরিবার

উপসংহার

শিক্ষা মানবাধিকার। প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য পাঠ্য বিষয় অভিযোজন এই অধিকারের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে। এটি তাদের বিকাশ, ক্ষমতায়ন এবং সমাজে সম্পৃক্ত হওয়ার ভিত্তি গড়ে তোলে। তাই, আজ থেকেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও মনোভাব অভিযোজিত হোক সমতার জন্য, অন্তর্ভুক্তির জন্য, মানবিকতার জন্য।